রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৪ সনের ৪৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ৭, ২০২৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮০৭—৮২৫
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৫০১—২৫৪৭
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৪৯—২১৫৬
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৪ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৮৫.০৪.০০২.২৪-৩৩৮**—জনাবা ডা: জুবাইদা রহমান, স্বামী: জনাব তারেক রহমান এঁর সাজা স্থগিতের বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদন এবং এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আইন ও বিচার বিভাগ এর মতামতের আলোকে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৮৫.০৪.০০২.২৪-৩১৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন (১০ অক্টোবর, ২০২৪ ইং তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত) সংশোধনপূর্বক The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)-এর ধারা ৪০১(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা এর মেট্রো বিশেষ মামলা নং-৩৪১/২০২২ [কাফরুল থানার মামলা নং-৫২, তারিখ-২৬-০৯-২০০৭]-এ তাঁর বিরুদ্ধে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ বিজ্ঞ আদালতে আপিল দায়েরের নিমিত্ত বিনাশর্তে ০১ (এক) বছরের জন্য নির্দেশক্রমে স্থগিত করা হলো।

২। উপরোক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে জনাবা ডা: জুবাইদা রহমান, স্বামী: জনাব তারেক রহমান বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে আপিল দায়ের ও আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা
উপসচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ আশ্বিন ১৪৩১/২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪

নং **০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০০১.২৩-৮৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ (পরিচিতি নম্বর-৮১৮০), জেলা সমবায় কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া হিসেবে কর্মকালে ২০ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিক বহুমুখী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, কুঠিবাজার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়াকে নিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু করেন যার রেজিঃ নং-৫৬। সমিতির ২০ সদস্যের মধ্যে ০৩ (তিন) জন জনাব মশিউর রহমান, জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান ও জনাব লাভলী ইয়াসমিন সরকারি কর্মচারী হিসেবে নিবন্ধনকৃত সমবায় সমিতিতে সদস্য হওয়ার কোনো সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও তার কর্তৃক সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করে অসৎ উদ্দেশ্যে সমিতির নিবন্ধন প্রদান করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি পরায়ণতা' এর অভিযোগে রুজুকৃত ২৪/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯-১২-২০২৩ তারিখের ৮০ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারির মাধ্যমে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ ৩১-১২-২০২৩ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ২৭-০৩-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং শুনানিতে প্রদত্ত তাঁর মৌখিক বক্তব্য ও লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ২৫-০৮-২০২৪ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি পরায়ণতা' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি পরায়ণতা' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(৮) অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ (পরিচিতি নম্বর-৮১৮০), প্রাক্তন জেলা সমবায় কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া বর্তমানে পরিচালক (উপসচিব), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি পরায়ণতা' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(৮) অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মো: মোখলেস উর রহমান
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ আশ্বিন ১৪৩১/০৭ অক্টোবর ২০২৪

নং **০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০১০.২৪-১১৩১**—যেহেতু, বেগম তাপসী তাবাস্সুম উর্মি (পরিচিতি নং-১৯২৮৬), সাবেক সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে গত ০৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে নিজ ফেইসবুক একাউন্টে এক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকার ও মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; এবং

২। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করেন;

৩। সেহেতু, উক্ত বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুযায়ী বেগম তাপসী তাবাস্সুম উর্মি (পরিচিতি নম্বর-১৯২৮৬), সাবেক সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোখলেস উর রহমান
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭-১২২**—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা (১০) (১) (ছ) অনুযায়ী মিজ্ সঞ্চিতা হক, মহাপরিচালক (বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক বিষয়াবলী), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অন্যত্র বদলি হওয়ায় তাঁর পরিবর্তে মিজ্ ওয়াহিদা আহমেদ, মহাপরিচালক (বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক বিষয়াবলি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে উক্ত মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকাকালীন [সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর] মেয়াদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
যুগ্মসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪/২০২৪/কাস্টমস/৪২৫**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দরের অভ্যন্তরে অবস্থিত মেসার্স পোর্টল্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ (বন্ড লাইসেন্স নং- এস-৪-৩২/বন্ড/৮৪, HB301PS03284, তারিখ: ১৬-০৮-১৯৮৪ খ্রিঃ) নামীয় বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও শুল্ক মুক্ত বিপণীর অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিল, যথা:

ক্র. নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
(১)	(২)	(৩)
০১	এ্যালকোহলিক বেভারেজ, ওয়াইন, ভোদকা, হুইস্কি এবং বিয়ার, টোবাকো, সিগারেট, প্রসাধনী সামগ্রী এবং বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি।	৮৫,০০০.০০
০২	প্রভিশন, ফুড ও বন্ডেড স্টোর (Provision, Food and Bonded Stores) সর্ব প্রকার।	৫,০০০.০০
	সর্বমোট =	৯০,০০০.০০

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

এইচ, এম আহসানুল কবীর
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৭ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০২ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭৪.২৪.৩৭০**—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	চাড়ান	২১৫	১৮৭৫	০৩	কালিহাতী	টাঙ্গাইল	
০২	গোহালিয়াবাড়ী	২১	১১৯৩	০১	কালিহাতী	টাঙ্গাইল	
০৩	সরাবাড়ী	২৯৪	২৫৯৯	০৬	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৮৫৪৪/২০ নং রিট থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট ৪৭২ও ২৬৩৯ নং খতিয়ান ব্যতিত।

তারিখ : ২৪ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৯ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭৬.২৪.৩৮২**—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	কাকড়াভোগ	১১১	৫১৭	০২	জাজিরা	শরীয়তপুর

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭৯.২৪.৩৮৩**—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	এরুলিয়া	৭৫	২৬৬৫	৩	বগুড়া সদর	বগুড়া	
০২	কৈগাড়ী	১২০	৯২১	৪	বগুড়া সদর	বগুড়া	
০৩	চক ফরিদ	১৩৯	৪৭১	৩	বগুড়া সদর	বগুড়া	
০৪	জাল সুখা	১৬৩	২১১১	২	বগুড়া সদর	বগুড়া	
০৫	বামনিয়া	২৩৬	১৭০১	২	বগুড়া সদর	বগুড়া	
০৬	বড় পাথার	২৫৪	১৩৬২	১	বগুড়া সদর	বগুড়া	
০৭	প্রতাপপুর	৬৪	৪২৭৯	৫	কাহালু	বগুড়া	
০৮	কাহালু	৯৮	২০১৬	৫	কাহালু	বগুড়া	
০৯	দুর্গাপুর	১০৫	১৯৩৬	২	কাহালু	বগুড়া	
১০	জামগাঁও	১৫৪	২৩৭৪	৪	কাহালু	বগুড়া	
১১	ধামাচামা	১২	২০৬৫	৩	ধুনট	বগুড়া	
১২	বেলকুচি	৪৬	৩৮৬৩	৪	ধুনট	বগুড়া	
১৩	বানিয়াগাঁতি	৭৮	২৭০৬	৩	ধুনট	বগুড়া	
১৪	হামিদপুর	৬৪	২৬১৮	২	গাবতলী	বগুড়া	
১৫	জয়ভোগা	৬৬	২০২৬	২	গাবতলী	বগুড়া	
১৬	পানীরপাড়া	৯৪	২৩৫৫	৩	গাবতলী	বগুড়া	
১৭	বনমরিচা	১২১	১২১৬	২	শেরপুর	বগুড়া	
১৮	পাইক পাথালিয়া	১৪১	১৬৫০	৩	শেরপুর	বগুড়া	
১৯	শুভগাছা	১৪৪	১৬০৪	৩	শেরপুর	বগুড়া	
২০	দড়িখাগা	১৫০	৫১০	১	শেরপুর	বগুড়া	
২১	ছনকা	১৮৩	১২৯৭	২	শেরপুর	বগুড়া	
২২	ভবানীপুর	১৯৪	৭২৩	২	শেরপুর	বগুড়া	
২৩	বেতগাড়ী	২১৩	৮৪০	২	শেরপুর	বগুড়া	অত্র মৌজার ২০৯, ৩৫৬ ও ৮৪২ নং খতিয়ানের উপর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ৯৭৬৯/১৫ নং রিট পিটিশন দায়ের থাকায় ০৩ (তিন)টি খতিয়ান ব্যতিত।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
উপসচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৮৫.০৪.০০২.২৪-৩১৫**—ডা: জুবাইদা রহমান, স্বামী: জনাব তারেক রহমান এর সাজা স্থগিতের বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদন এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে The Code of Criminal Procedure, (Act No. V of 1898) এর ধারা ৪০১(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা এর মেট্রো বিশেষ মামলা নং-৩৪১/২০২২ [কাফরুল থানার মামলা নং-৫২, তারিখ ২৬-০৯-২০০৭] এ তাঁর বিরুদ্ধে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ বিজ্ঞ আদালতে আত্মসমর্পণপূর্বক আপীল দায়েরের শর্তে ০১(এক) বছরের জন্য নির্দেশক্রমে স্থগিত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা
উপসচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ আশ্বিন ১৪৩১/২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৪১.২৩-৫০৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ ইকবাল হোছাইন, পিপিএম (বিপি-৭৮১০১২৬৭৯৩), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ইতঃপূর্বে সহকারী কমিশনার, ডিবি (পূর্ব বিভাগ), ডিএমপি, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালে জনৈক্য মোঃ ওমর ফারুক বাবুলের অভিযোগের ভিত্তিতে তার সীমান্ত পিলার ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসায়িক অংশীদার জনৈক্য মোঃ মাসুদুর রহমান এর নিকট থেকে অভিযোগকারীর পাওনা টাকা উদ্ধারের জন্য কোন মামলা বা এফআইআর না থাকা সত্ত্বেও মোঃ মাসুদুর রহমানকে ০৭-০১-২০১৭ তারিখ থেকে ১২-০১-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অবৈধভাবে আটক রাখেন মর্মে প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রতীয়মান। কোন ব্যক্তিকে আটক করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করার আইনগত বিধান থাকলেও আপনি তা প্রতিপালন করেননি। এছাড়াও আটক ও ছেড়ে দেওয়া সংক্রান্তে কোন কিছু জিডিতে ও হাজত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের অসৎ উদ্দেশ্যে অভিযোগকারী মোঃ ওমর ফারুক বাবুল তার ব্যবসায়িক অংশীদার মোঃ মাসুদুর রহমান এর নিকট ১,১৮,০০,০০০ (এক কোটি আঠার লক্ষ) টাকা পাবে জানা সত্ত্বেও অভিযোগকারীকে দিয়ে মোঃ মাসুদুর রহমানের নিকট ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকা পাবে মর্মে নিউমার্কেট থানায় মিথ্যা জিডি করার পরামর্শ প্রদান করেন, যা আইন ও বিধি বহির্ভূত, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য এবং অভিযোগের সত্যতা সন্দেহাতীত নয় মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। সেহেতু জনাব মোঃ ইকবাল হোছাইন, পিপিএম (বিপি-৭৮১০১২৬৭৯৩), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ইতঃপূর্বে সহকারী পুলিশ কমিশনার, ডিবি (পূর্ব বিভাগ), ডিএমপি, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাবসমূহ, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৮ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.১৫১০**—যেহেতু, জনাব মোঃ আহসান খান (বিপি-৮২১৩১৫৯৩৯৫), সাবেক অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার, গোয়েন্দা ওয়ারী বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা বর্তমানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, মেহেরপুর জেলা এর বিরুদ্ধে বাদী মোছাঃ নাজনীন নাহার খানম কর্তৃক বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, রংপুরে সিআর মামলা নং ১১৯৮/২০২২, তারিখ ১৬-১১-২০২২, ধারা-১৪৩/৩৪১/ ৪২৭/৪৪৭/৪৪৮/৩২৩/৩০৭/৩৭৯/৫০৬ (২)/১১৪ পেনাল কোড দায়ের করেন যা বর্তমানে ক্রিমিনাল রিভিশন কেস নং-২৩১/২০২৩ এ রূপান্তরিত হয়ে বিজ্ঞ সিনিয়র দায়রা জজ, রংপুর আদালতে বিচারাধীন আছে। বর্ণিত কর্মকর্তা গত ৯-২-২০২৩ তারিখ বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, রংপুর আদালতে হাজির হয়ে জামিন লাভ করেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ আহসান খানকে বি.এস.আর. পার্ট-১ এর বিধি-৭৩ এর নোট-১ ও নোট-২ অনুযায়ী ৯-২-২০২৩ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.১৫১৮**—যেহেতু, জনাব আহসানুজ্জামান, পিপিএম (বিপি-৮২১৩১৫৯৩৭৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নওগাঁ জেলা এর বিরুদ্ধে বাদী মোছাঃ নাজনীন নাহার খানম বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, রংপুরে সিআর মামলা নং ১১৯৮/২০২২, তারিখ- ১৬-১১-২০২২ খ্রি, ধারা-১৪৩/৩৪১/৪২৭/৪৪৭/৪৪৮/ ৩২৩/৩০৭/৩৭৯/৫০৬/(২)/১১৪ পেনাল কোড দায়ের করেন যা বর্তমানে ক্রিমিনাল কেস নং-২৩১/২০২৩-এ রুপান্তরিত হয়ে বিজ্ঞ সিনিয়র দায়রা জজ আদালত, রংপুরে বিচারাধীন আছে। উক্ত মামলায় বর্ণিত কর্মকর্তা গত ৯-২-২০২৩ তারিখ বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, রংপুরে হাজির হয়ে জামিন লাভ করেন;

সেহেতু, জনাব আহসানুজ্জামানকে বি.এস.আর. পার্ট-১ এর বিধি-৭৩ এর নোট-১ ও নোট-২ অনুযায়ী ৯-২-২০২৩ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

খাদ্য মন্ত্রণালয়
তদন্ত শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৪ আশ্বিন ১৪৩১/২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪

নং **১৩.০০.০০০০.০২৩.০৪.০১২.২৩.১১৯**—যেহেতু, জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক এবং আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত, দিনাজপুর সিএসডি, দিনাজপুর হিসেবে কর্মকালে গত ০৬-০৩-২০২২ খ্রি. সকাল ১০.২০-১০.৩৫ ঘটিকার মধ্যে জনাব মোঃ আবদুল আহাদ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুরকে মোবাইল ফোনে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজসহ প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করেন। যা ২১-০৩-২২ খ্রি. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুর দপ্তরে অনুষ্ঠিত তদন্তে সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুরে এসে উদ্ধত আচরণ প্রদর্শন ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ধমক দিয়ে কথা বলার অভিযোগ তদন্তে সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

যেহেতু, তিনি ২৯-১২-২০২১ খ্রি. আনুমানিক সকাল ১১.০০ টায় জ্বলন্ত সিগারেট হাতে ধূমপান করতে করতে আপাতদৃষ্টে মাতাল অবস্থায় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুরে কর্মরত উচ্চমান সহকারী জনাব মোঃ রবিউল ইসলামের অফিস কক্ষে প্রবেশ করে দরজা-জানালা বন্ধ করে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজসহ তাকে ক্ষত করার উদ্দেশ্যে জানালার প্রটেকশনের লাঠি দ্বারা আক্রমণ করে তাকে লাঞ্ছিত করেন। পরবর্তীতে জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম এর আহ্বানে তাকে সাহায্য করতে আসা তার সহকর্মী জনাব মোঃ মনজুরুল আলম, উচ্চমান সহকারী এর উপরও অতর্কিতভাবে হামলা করে তার শার্টের কলার ধরে তাকে লাঞ্চিত করেন এবং অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করেন; এবং

যেহেতু, তিনি খাদ্য পরিদর্শক সমিতির কেন্দ্রীয় নেতার পরিচয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর এর সাথে ২৮-০৩-২২ খ্রি. অনৈতিক সুবিধা গ্রহণের প্রয়াসে অশোভন আচরণ করেন। এছাড়া দিনাজপুর সিএসডিতে যোগদানের পর হতেই অনৈতিক সুবিধা গ্রহণের প্রচেষ্টা হিসেবে তিনি দিনাজপুরের খাদ্য বিভাগীয় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে অসদাচরণ করে আসছেন এবং নানা ধরনের হুমকি-ধামকি প্রদান ও অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের ভয় দেখিয়ে দিনাজপুর জেলার খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মনে ভীতি সঞ্চারের প্রয়াস চালিয়েছেন; এবং

যেহেতু, তার দাম্ভিকতা ও ক্ষমতার ভয়ে দিনাজপুর জেলার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অস্বস্তিকর ও ভীতিময় জীবন যাপন করছেন মর্মে তদন্তকালে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তিনি তদন্ত চলাকালীন সময় সাক্ষী প্রদানকারী কিছু কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সাক্ষী প্রদান হতে বিরত রাখার মানসে মুঠোফোনে চাকরি চ্যুতি ও প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করেছেন। তার আচার-আচরণ ও ব্যবহার অস্বাভাবিক মর্মে তদন্তকালে সাক্ষী প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন; এবং

যেহেতু, তিনি তদন্ত চলাকালে অপ্রাসঙ্গিক ও বেআইনিভাবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুরকে উদ্দেশ্য করে অতিরিক্ত বরাদ্দের নামে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ ও খারাপ মানের খালি বস্তা সিএসডিতে গ্রহণের জন্য যে আপত্তিকর বক্তব্য তুলে ধরেছেন; তা নিজের অপকর্ম ঢাকার জন্য ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুরকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে করেছেন মর্মে তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে; এবং

যেহেতু, উপর্যুক্ত কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে আনীত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্তৃক বিভাগীয় মামলার জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫-১০-২০২২ খ্রি. তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ঘটনা প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ সেলিমুল আজম, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব জাহাঙ্গীর হোসেনের বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক, নারায়ণগঞ্জ সিএসডি, নারায়ণগঞ্জ প্রাক্তন সহকারী ব্যবস্থাপক এবং আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত, দিনাজপুর সিএসডি, দিনাজপুর এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে তাকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করে; এবং

যেহেতু, জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক এবং আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত, দিনাজপুর সিএসডি, দিনাজপুর উক্ত দণ্ড হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপিল আবেদন দাখিল করেন এবং তার ব্যক্তিগত আপিল শুনানি, ইতোপূর্বে দাখিলকৃত জবাব, তৎসংলগ্ন রেকর্ডপত্রাদি বিশ্লেষণ এবং সরকার পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, সহকারী ব্যবস্থাপক, নারায়ণগঞ্জ সিএসডি ও প্রাক্তন সহকারী ব্যবস্থাপক, দিনাজপুর সিএসডি এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদির যথার্থতা রয়েছে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আরোপিত দণ্ড যথোপযুক্ত এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক প্রদান করা হয়েছে এবং আরোপিত দণ্ডও মাত্রাতিরিক্ত নয়। অধিকন্তু, এ বিভাগীয় মামলায় শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এ বর্ণিত নির্ধারিত পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে; এবং

সেহেতু, সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে অসদাচরণের অভিযোগে জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক, নারায়ণগঞ্জ সিএসডি ও প্রাক্তন সহকারী ব্যবস্থাপক এবং আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত, দিনাজপুর সিএসডি, দিনাজপুর কে গত ৩১-০৮-২০২৩ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত "তিরস্কার" দণ্ড বাতিল বা সংশোধনের কোনো যৌক্তিক কারণ নাই প্রতীয়মান হওয়ায় আপিল আবেদন না-মঞ্জুর করে জাহাঙ্গীর হোসেন কে প্রদত্ত তিরস্কার দণ্ড বহাল রাখা হইল এবং আপিল মামলাটি এতদ্বারা নিষ্পত্তি করা হইল।

নং **১৩.০০.০০০০.০২৩.০৪.০১৩.২৩.১২৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ ফজলুল হক, খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর এলএসডি, নীলফামারী হিসাবে কর্মকালীন গত ১৩-০৯-২০২০ খ্রি. তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর মৌখিক নির্দেশে সহকারী কমিশনার ভূমি, সৈয়দপুর, নীলফামারী সৈয়দপুর এলএসডি পরিদর্শনের সময় দেখতে পান যে, ঢাকা মেট্রো-ট-১৬-৫৪৪০ নং ট্রাক হতে গুদামে নিম্নমানের চাল আনলোড করা হচ্ছিল। অতঃপর সহকারী কমিশনার ভূমি, সৈয়দপুর, নীলফামারী উক্ত চালভর্তি ট্রাক হতে চালের নমুনা সংরক্ষণপূর্বক তার উপস্থিতিতে ট্রাকটি ফেরত দেন। একই তারিখে জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান, তৎকালীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.), সৈয়দপুর, নীলফামারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর নির্দেশে সৈয়দপুর এলএসডি পরিদর্শন করেন। পরবর্তী সময়ে উক্ত ফেরত প্রদানকৃত চালের সংরক্ষিত নমুনা পরীক্ষা করে তা বিদেশি উৎস হতে প্রাপ্ত অতি পুরাতন চাল বলে প্রতীয়মান হয় মর্মে জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.), সৈয়দপুর, নীলফামারী তার দপ্তরের ১৪-০৯-২০২০ খ্রি. এর ৬১৬ নং স্মারকে অবহিত করেন। একই স্মারকে জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.), সৈয়দপুর, নীলফামারী আরও জানান যে, তিনি এফ.এস-০৯ নং গুদামের ৬/৮১৮৩৪৫ নং নির্মিত (Build up) খামাল হতে সুকৌশলে বস্তা নামিয়ে গর্ত করে আনুমানিক ১০০০ বস্তায় ৩০.০০০ (ত্রিশ) মে. টন চাল এফএস-০৯ নং গুদামের ১৮/৮৯১০২১ নং নির্মাণাধীন খামালে খামালজাত করেন এবং মিলারের নিকট হতে চাল গ্রহণ না করেই আনুমানিক ১০০০ বস্তায় ৩০.০০০ (ত্রিশ) মে. টন চাল সংগ্রহ দেখিয়ে বিল প্রদান করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এফএস-০৯ নং গুদামের ৬/৮১৮৩৪৫ নং নির্মিত (Build up) খামালে আনুমানিক ১০০০ বস্তায় ৩০.০০০ (ত্রিশ) মে. টন চাল কম ছিলো। রেকর্ডসূত্রে এফ.এস-০৯ নং গুদামের ৬/৮১৮৩৪৫ নং খামালটির নির্মাণ ২৫-০৭-২০২০ খ্রি. সমাপ্ত হলেও ১৩-০৯-২০২০ খ্রি. উক্ত খামালটি ভাঙা ও এলোমেলো অবস্থায় পাওয়া যায়; যা জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আরেফিন, কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক, নীলফামারী; জনাব মোঃ নুরে রাহাদ রিমন, খাদ্য পরিদর্শক, সৈয়দপুর, নীলফামারী; জনাব লিটন কুমার রায়, উপ-খাদ্য পরিদর্শক, সৈয়দপুর এলএসডি এর বক্তব্য এবং জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান, তৎকালীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.), সৈয়দপুর, নীলফামারী কর্তৃক তদন্ত কমিটির নিকট দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট দিনের ০১ টি স্থিরচিত্র ও তার বক্তব্য হতে বিষয়টি প্রমাণিত হয়, যা বিধি বহির্ভূত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত; এবং

যেহেতু, উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নীলফামারী তার দপ্তরের ১৪-০৯-২০২০ খ্রি. এর ২৫৫৮ নং স্মারকে অধিকতর অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে ১৫-০৯-২০২০ খ্রি. এর ১১০৪ নং স্মারকে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, তিনি এফএস-০৩ নং গুদামের ১৪/৮১৮৩৫৮ নং খামালে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল মজুত করেছেন। এছাড়াও ১৩-০৯-২০২০ খ্রি. ঢাকা মেট্রো-ট-১৬-৫৪৪০ নং ট্রাকে আনীত ৪৪০ বস্তা বিনির্দেশ বহির্ভূত নিম্নমানের চাল মেসার্স আফজাল অটো রাইস মিল কর্তৃক প্রেরিত বলে তিনি দাবি করলেও সংশ্লিষ্ট মিল মালিক জনাব নওশাদ খান রাজা লিখিতভাবে জানান যে, উক্ত ট্রাক ও নিম্নমানের চাল সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না এবং এ বিষয়ে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তরের ১২-১০-২০২০ খ্রি. ৪৬৯ নং স্মারকে গঠিত তদন্ত কমিটি বিস্তারিত তদন্ত করে ১০/১১/২০২০ খ্রি. এর ৩৮৩৫ নং স্মারকে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৩-০৯-২০২০ খ্রি. ঢাকা মেট্রো-ট-১৬-৫৪৪০ নং ট্রাকে আনীত ৪৪০ বস্তা বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল মেসার্স আফজাল অটো রাইস মিলের বলে তিনি দাবি করেছেন অথচ মিল মালিক জনাব নওশাদ খান রাজা তদন্ত কমিটির নিকট তার লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছেন ১১-০৯-২০২০ খ্রি. এর পরে তিনি আর কোনো চাল গুদামে সরবরাহ করেননি এবং ১১-০৯-২০২০ খ্রি. সরবরাহকৃত চালের বিল তিনি ১৩-০৯-২০২০ খ্রি. গ্রহণ করেছেন। ১৩-০৯-২০২০ খ্রি. এলইউএ সূত্রে ১৮/৮৯১০২১ নং খামালে ৭২৭ বস্তায় ২১.৮১০ মে. টন চাল গ্রহণ করার যে তথ্য তদন্ত কমিটি পায় তাতে উল্লিখিত মিল মালিকের স্বাক্ষর ও কমিটির নিকট প্রদত্ত মিল মালিকের স্বাক্ষরে গরমিল পরিলক্ষিত হয়; এবং

যেহেতু, বিআরটিএ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ঢাকা মেট্রো-ট-১৬-৫৪৪০ নং ট্রাকটির মালিকানা মোছাঃ সাজেদা বেগম, স্বামী: মোঃ ফজলুল হক, ঠিকানা: গোড়াই, পাঁচপীর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম অর্থাৎ ট্রাকটির মালিক তার স্ত্রী। ফলে উক্ত ট্রাক এবং ট্রাকের চাল সম্পর্কে মেসার্স আফজাল অটো রাইস মিলের মালিক জনাব নওশাদ খান রাজার বক্তব্য সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। কাজেই তিনি সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যে এবং তার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বর্ণিত মিলারের নামে নিজেই বিনির্দেশ বহির্ভূত নিম্নমানের চাল সংগ্রহ দেখিয়ে সরকারি গুদামে মজুত করতে চেয়েছিলেন; এবং

যেহেতু, দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এফএস ০৯ নং গুদামের ৩/৮১৮৩৪১ ও ৫/৮১৮৩৪৪ নং খামালে তিনি যথাক্রমে ১.০৪% ও ১.৬১% বিনষ্ট এবং ২.১৪% ও ২.০% বিবর্ণ দানাযুক্ত চাল মজুত করেছেন; যা সহকারী রসায়নবিদ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, রংপুর বিভাগ, রংপুর কর্তৃক ভৌত বিশ্লেষণকৃত ও বিনির্দেশ বহির্ভূত হিসেবে প্রত্যায়িত। এছাড়া খামাল দুটির চালের ছাঁটাই মানও উত্তম নয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্তৃক বিভাগীয় মামলার জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ১৪-০৬-২০১২ খ্রি. তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ঘটনা প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের ২৬-০৬-২০১২ খ্রি. এর ১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৯. ০৫৩.২১.৮৩৩ নং স্মারকে জনাব মোঃ কামাল হোসেন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুরকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ২১-১১-২০১২ খ্রি. এর ১৩.০১.২৯০০.০০১.১৩.০০৩.১৭.৭৩৪২ নং স্মারকে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ ফজলুল হক এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, নথিপত্র পর্যালোচনায় এবং তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্তকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ (ঘ) অনুযায়ী চাকরি হতে 'বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত গত ১৬-০২-২০১৩ খ্রি. দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের বিভাগীয় মামলার জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও অভিযুক্তের দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জনাব মোঃ ফজলুল হক, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর এলএসডি, নীলফামারী এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলাটি ন্যায় বিচারের স্বার্থে নিম্নোক্তভাবে আদেশ প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ ফজলুল হক, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর এলএসডি, নীলফামারী উক্ত দণ্ড হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপিল আবেদন দাখিল করেন এবং তার ব্যক্তিগত আপিল শুনানি, ইতোপূর্বে দাখিলকৃত জবাব, তৎসংলগ্ন রেকর্ডপত্রাদি বিশ্লেষণ এবং সরকার পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, জনাব মোঃ ফজলুল হক, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর এলএসডি, নীলফামারী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদির যথার্থতা রয়েছে বিধায় মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আরোপিত দণ্ড যথোপযুক্ত এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক প্রদান করা হয়েছে এবং আরোপিত দণ্ডও মাত্রাতিরিক্ত নয়। অধিকন্তু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এ বর্ণিত নির্ধারিত পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে; এবং

সেহেতু, সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) মোতাবেক জনাব মোঃ ফজলুল হক, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর এলএসডি, নীলফামারী-কে গত ২৩-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) এর (খ) অনুযায়ী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিতকরণের দণ্ড বাতিল বা সংশোধনের কোনো যৌক্তিক কারণ নাই প্রতীয়মান হওয়ায় আপিল আবেদন না-মঞ্জুর করে জনাব মোঃ ফজলুল হক-কে প্রদত্ত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিতকরণের দণ্ড বহাল রাখা হলো এবং আপিল মামলাটি এতদ্বারা নিষ্পত্তি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি
সচিব।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ আশ্বিন ১৪৩১/০৭ অক্টোবর ২০২৪

নং **১৮.০০.০০০০.০১৭.২২.০০৩.২৪-৯০৮**—বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ২ (গ) অনুযায়ী বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি চট্টগ্রাম, পাবনা, বরিশাল, সিলেট এবং রংপুরের ১১-২০তম গ্রেডভুক্ত পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-কে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে নির্ধারণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাঃ শুকরিয়া পারভীন
উপসচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সমন্বয় মনিটরিং শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৮.০০.০০০০.০০৫.৯৯.০০১.১৮-২১৪**—প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং প্রাথমিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে নিম্নরূপ একটি কনসালটেশন কমিটি গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

১. ড. মনজুর আহমেদ
ইমেরিটাস অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।

সদস্য

২. জনাব খোন্দকার মো. আসাদুজ্জামান
প্রাক্তন সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

৩. জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান, রেজিস্ট্রার, বিজিএমইএ, ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলোজি ও প্রাক্তন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।

৪. জনাব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রাক্তন যুগ্ম-প্রোগ্রাম পরিচালক, পিইডিপি-২, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

৫. বেগম সামসি হাসান
পরিচালক (শিক্ষা), গণসাহায্য সংস্থা

৬. ড. ইরাম মারিয়াম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।

৭. ড. মোহাম্মদ মাহবুব মোরশেদ
সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. জনাব মোঃ নূরুল আলম
সাবেক প্রধান শিক্ষক, শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সদস্য-সচিব

৯. যুগ্মসচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি:

ক. কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

১. প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যমান শিখন-শেখানো কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, গবেষণা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো পর্যালোচনা;

২. প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়পূর্বক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সময়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংস্কারের চাহিদা নিরূপণ;

৩. প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, গবেষণা এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামোর টেকসই মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

৪. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় বিদ্যমান কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো পর্যালোচনা এবং উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়ন;

খ. কমিটি কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনে কোনো বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ বা প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী/শিক্ষক/সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে, ঢাকায় বা ঢাকার বাইরে কর্মশালা আয়োজন করতে পারবে এবং প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারবে;

গ. প্রজ্ঞাপন জারির তিন মাসের মধ্যে কমিটি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে এবং বাস্তবসম্মত সুপারিশসহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে;

ঘ. কোনো কর্মশালা/সেমিনার/সভা আয়োজন করা বা কোনো প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রয়োজন হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কমিটিকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

ঙ. কনসালটেশন কমিটি সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

মরিয়ম বেগম
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ-২ শাখা
এল.এ. কেস নং-২০(B)/১৯৮০-৮১
"ঘোষণা পত্র"
(ফরম নং-'ঘ')
সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪৩১/০৩ অক্টোবর ২০২৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৩.১৪-১৪৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ২৫-০৩-১৯৮১ খ্রিঃ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলা-বাকেরগঞ্জ, মৌজা-বাহাদুরপুর, জে. এল নং ৩৮

দাগ নং (পূর্ণ): ....

(আংশিক): ০১, ৪ ও ৫।

মোট জমির পরিমাণ : ০.৪০ একর।

ভূমির নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল. এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেলেনা পারভীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ. কেস নং-৪০(W)/১৯৭০-৭১
"ঘোষণা পত্র"
(ফরম নং-'ঘ')
সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪৩১/০৩ অক্টোবর ২০২৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৩.১৪-১৪৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ০১-০২-১৯৭১ খ্রিঃ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলা-বাকেরগঞ্জ, মৌজা-মহেষপুর, জে. এল নং-১৫

দাগ নং (পূর্ণ): ০৬, ১২, ১৩, ১৫, ৪৬, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ১৩৩, ১৩৫, ৪২২, ৪৪৩।

(আংশিক): ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৭, ১১, ১৪, ১৬, ১৭, ২৬, ৩০, ৩১, ৩৩, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫২, ৫৩, ৫৭, ১২৯, ১৩১, ১৩৮, ১৩৯, ৪২০, ৪২১, ৪২৩, ৪২৫, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৭, ৪৫৮।

মোট জমির পরিমাণ : ৩.৫৪ একর।

ভূমির নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল. এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেলেনা পারভীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ. কেস নং-১৬(W)/১৯৭৫-৭৬

"ঘোষণা পত্র"

(ফরম নং-'ঘ')

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪৩১/০৩ অক্টোবর ২০২৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৩.১৪-১৪৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ২৫-১১-১৯৭৫ খ্রিঃ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষতমাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলা-উজিরপুর, মৌজা-হারতা, জে. এল নং-১৩

দাগ নম্বর (পূর্ণ): আর, এস ১০৪৪, ১১১৪, ১১১৫, ১১১৬, ১১১৭, ১১১৮, ১১১৯, ১১২০, ১১২১ ও ১১২২।

(আংশিক): ১০৪২, ১০৪৫, ১০৪৭, ১০৫১, ১০৫৩, ১০৫৬, ১০৮৫, ১০৯৬, ১০৯৮, ১১০৬, ১১০৭, ১১০৮, ১১০৯, ১১১০, ১১১১, ১১২৪, ১১২৬, ১১২৮, ও ১১৩১।

মোট জমির পরিমাণ : ১৬.৮৫ একর।

ভূমির নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল. এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেলেনা পারভীন

সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ. কেস নং-২০৪(W)/১৯৬৬-৬৭

"ঘোষণা পত্র"

(ফরম নং-'ঘ')

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪৩১/০৩ অক্টোবর ২০২৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৩.১৪-১৪৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ০৫-০৫-১৯৬৭ খ্রিঃ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষতমাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলাঃ বরিশাল, উপজেলা-বরিশাল সদর, মৌজা-রুপাতলী, জে. এল নং-৫৬

দাগ নং (পূর্ণ): ....

(আংশিক): আর. এস ৭৪৮, ৭৬০ ও ৭৬১।

মোট জমির পরিমাণ : ০.৭০ একর।

ভূমির নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল. এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেলেনা পারভীন

সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল.এ. কেস নং-২১(W)/১৯৭৯-৮০
ফরম নং-'ঘ'
(০৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪৩১/০৩ অক্টোবর ২০২৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৫৮.২৪-১৪৮**—যেহেতু, নিম্নের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২১-০৭-১৯৮৪ খ্রিঃ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষতমাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-নিজঘামার, জে. এল নং-৩২ সিট নং-১ ও ২, উপজেলা-বোরহানউদ্দিন, জেলা-ভোলা।

দাগ নং (এস. এ)	দাগের অধিগৃহীত জমির পরিমাণ (একরে)	দাগ নং (এস. এ)	দাগের অধিগৃহীত জমির পরিমাণ (একরে)	দাগ নং (এস. এ)	দাগের অধিগৃহীত জমির পরিমাণ (একরে)
১৫০	০.০৭	৫৩৮	০.১৮	৮৩২	০.২৩
১৫১	০.০২	৫৩৯	০.১৬	৮৩৩	০.০১
১৫২	০.৩৩	৫৫৭	০.২৬	৮৪০	০.৪৮
১৫৩	১.০৬	৫৮১	০.২০	৮৪১	০.১৩
১৫৪	০.৩৬	৭৬৬	০.১৩	৮৪২	০.০৭
১৫৫	০.৩৪	৭৬৭	০.০৬	৮৫২	০.০১
১৫৬	০.০৬	৭৬৮	০.০১	৮৫৩	০.০৫
১৫৯	০.১৪	৭৭০	০.০১	৮৫৪	০.৫৯
১৬০	১.৬০	৭৭১	২.০০	৮৫৫	০.১০
১৬১	০.৫০	৭৭২	০.২০	৮৫৬	০.২২
১৬২	০.৫৬	৭৭৩	০.১৮	৮৫৭	০.২৮
১৬৩	০.৪৫	৭৭৮	০.২০	৮৫৮	০.২২
১৬৪	০.২৭	৭৭৯	০.৮৯	৮৫৯	০.০২
১৬৫	০.১৪	৭৮০	০.৪৮	৮৬১	০.০১
১৬৬	০.১০	৭৮১	০.০৫	১০১৯	০.৭০
১৭৯	০.১০	৭৮২	০.১৭	১০২৯	০.১২
৫০১	০.৭০	৭৮৩	০.১৫	১০৩০	০.৩৩
৫০২	০.৪২	৭৮৪	০.১২	১০৩৩	০.৩৮
৫০৩	০.০৮	৭৮৫	০.২৮	১০৩৪	০.০৪
৫১২	০.৪৬	৭৯০	০.০৩	১০৩৫	০.০৭
৫১৩	০.২০	৭৯১	০.১২	১০৩৬	০.০১
৫১৪	০.৩৩	৭৯২	০.০১	১০৪৯	০.০৮
৫১৫	০.১৪	৭৯৩	০.০১	১০৫০	০.০৬
৫১৬	০.১৯	৭৯৪	০.০১	১০৫১	০.৩৫
৫১৭	০.৫২	৭৯৫	০.৩৫	১০৫৩	২.২৩
৫১৮	০.২২	৭৯৬	০.১২	১০৫৬	০.০৫
৫১৯	০.৬১	৭৯৭	০.০২	১০৫৭	১.১০
৫২০	০.৩০	৭৯৮	০.২৮	১০৯৬	০.২৪
৫২১	০.১০	৭৯৯	০.৫১	১০৯৭	০.১০
৫২২	০.১৭	৮০০	০.১৬	১১০৫	০.২০
৫২৩	০.৬১	৮০১	০.৫৪	১১০৬	০.০২
৫২৬	০.২৬	৮০২	০.০৪	৮৬০	০.০৩
৫২৭	০.০২	৮০৩	০.৩৩	১১০৮	০.০৬
৫২৯	০.১৫	৮১২	০.৩২	১১০৯	০.১২

দাগ নং (এস. এ)	দাগের অধিগৃহীত জমির পরিমাণ (একরে)	দাগ নং (এস. এ)	দাগের অধিগৃহীত জমির পরিমাণ (একরে)	দাগ নং (এস. এ)	দাগের অধিগৃহীত জমির পরিমাণ (একরে)
৫৩০	১.৪৭	৮১৩	০.৩৬	১১২৯	০.৫৫
৫৩১	০.৩৪	৮১৫	০.২১	১১৩০	০.৪০
৫৩২	০.২৮	৮১৬	০.৫৮	৭৬৬/১১৪০	০.০৩
৫৩৩	০.২২	৮১৭	০.৫৩	৭৭৮/১১৪২	০.১০
৫৩৫	০.১৯	৮১৮	০.৩২	১০৬৮	০.১০
৫৩৬	০.০৯	৮১৯	০.৬৫	সর্বমোট	৩৯.১০ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেলেনা পারভীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৬ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিঃ

নং **৫৫.০০.০০০০.১০৮.০০২.০০.১২.২৪৬**—আইন কমিশনের সদস্য বিচারপতি জনাব এ. টি. এম. ফজলে কবীর এর পদত্যাগপত্র সরকার কর্তৃক ০১ অক্টোবর ২০২৪ খিষ্টাব্দ তারিখে গৃহীত হয়েছে এবং উক্ত তারিখে ইহা কার্যকর হয়েছে।

নং **৫৫.০০.০০০০.১০৮.০০২.০০.১২.২৪৭**—আইন কমিশনের সদস্য বিচারপতি জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিকী এর পদত্যাগপত্র সরকার কর্তৃক ০১ অক্টোবর ২০২৪ খিষ্টাব্দ তারিখে গৃহীত হয়েছে এবং উক্ত তারিখে ইহা কার্যকর হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন
অতিরিক্ত সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৪ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৯ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৯.১৭.-১৪০**—রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৯ নং আইন)-এর ৯(২) নম্বর ধারা অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম- কে উক্ত আইনের ১১(২) নম্বর ধারা অনুযায়ী উক্ত ব্যাংক-এর পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ হতে নির্দেশক্রমে এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০১ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৮.১৭-১৪৯**—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ২৭)-এর অনুচ্ছেদ -০৭ অনুসারে জনাব মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইন-কে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এর পরিচালনা পর্ষদে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ৩ (তিন) বছরের জন্য পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৮.১৭-১৫০**—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ২৭)-এর অনুচ্ছেদ -০৭ অনুসারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এম. সায়েদুর রহমান-কে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এর পরিচালনা পর্ষদে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ৩ (তিন) বছরের জন্য পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৬.১৭-১৫২**—বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯-এর ধারা ৯(১)(ছ) ধারার বিধান অনুযায়ী সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা বোর্ডের পরিচালক হিসেবে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান-কে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে নিয়োগ প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৫ কার্তিক **১৪৩১** বঙ্গাব্দ/**২১** অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৯.১৭-১৫৯**—রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ২০১৪-এর ৯(২) অনুযায়ী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আলী-কে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-এর পরিচালনা পর্ষদে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ৩ (তিন) বছরের জন্য পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ দেয়া হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফছানা বিলকিস
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন অধিশাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ কার্তিক **১৪৩১** বঙ্গাব্দ/**২১** অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৩.২৩-২৮২**—যেহেতু, জনাব মোঃ হাসান মোর্শেদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), সাবেক গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, বর্তমানে গণপূর্ত প্রকল্প বিভাগ-১, ঢাকা গত ১৭-০৮-২০১৭ তারিখ চাকুরিতে যোগদান করেন এবং চাকরি স্থায়ী হওয়ার আগেই তিনি ৩১-১০-২০১৭ তারিখ চাকরি হতে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। তিনি ০৭ মাস পরে ০৫-০৬-২০১৮ তারিখ পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করলে মন্ত্রণালয়ের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে, তার পদত্যাগের আবেদন প্রত্যাহারপূর্বক অনুপস্থিতকালীন সময়কে অসাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য করা হয়। এবং পদত্যাগের তারিখ থেকে চাকরিতে পুনরায় যোগদানের সুযোগ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে ৩১-১০-২০১৭ তারিখ থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ০১/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়।

২। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব তারিক হাসানকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা নোটিশ দেওয়ার পরও অভিযুক্ত কর্মকর্তা হাজির হননি এবং নোটিশের জবাবও দেননি। ফলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" ও পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তথাপি অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, **১৯৭৯** এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, জনাব মোঃ হাসান মোর্শেদকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করেছে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন।

৪। এমতাবস্থায়, জনাব মোঃ হাসান মোর্শেদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), সাবেক গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, বর্তমানে গণপূর্ত প্রকল্প বিভাগ-**১**, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ (ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

৫। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হামিদুর রহমান খান
সচিব।

অধিশাখা-১০

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৪ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২০ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **শা ২৫.০০.০০০০.০২৩.৩২.০৪৯.১৪-১৮৮**—গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ তারিখের এস, আর, ও ৩৬৪-এল/ ৮৬ এর ৫(১)(ক) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত গেজেটের ৯৭৬২ (৮) নং পৃষ্ঠার ২১ নং ক্রমিকে 'ক' তালিকাভুক্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির বাড়ি নং ২৫ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের অনুকূলে প্রতীকী মূল্যে বিক্রয়ের লক্ষ্যে সংরক্ষিত তালিকা হইতে বিক্রয় তালিকায় আনয়ন করা হলো।

নং **শা ২৫.০০.০০০০.০২৩.৩২.০৪৯.১৪-১৮৯**—মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৬-১১-১৭ তারিখের ১৯৭ নম্বর স্মারকে অনুমোদনকৃত সার সংক্ষেপের প্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দের নিমিত্ত ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখে বাংলাদেশ অতিরিক্ত গেজেট পৃষ্ঠা নম্বর ৯৭৬২ (৮) ক্রমিক নম্বর ২১ এ প্রকাশিত পরিত্যক্ত সম্পত্তির 'ক' তালিকা থেকে নিম্নবর্ণিত বাড়িটি সরকার অবমুক্ত করলেন:

বিভাগ: ঢাকা, জেলা: ঢাকা

২৫ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।

২। এ অবমুক্তির পূর্ব পর্যন্ত বাড়িটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন সময়ের জন্য সরকারের নিকট কেউ কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

অভিজিৎ রায়
যুগ্মসচিব।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ আশ্বিন, ১৪৩১/ ১৫ অক্টোবর, ২০২৪

নং-১৮.০১৯.০০৬.০০.০০.০০৫.২০১৩(অংশ-১)-২২৮—"নৌপরিবহন অধিদপ্তর হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত লাইটার জাহাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহে পণ্য পরিবহন নীতিমালা, ২০২৪"

১। শিরোনাম

ক) বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহ ও তৎসংলগ্ন এলাকা হইতে লাইটার জাহাজের মাধ্যমে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া, নির্বিঘ্ন ও সুশৃঙ্খলভাবে পণ্য পরিবহন করিবার স্বার্থে সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করিল। নীতিমালাটি **"নৌপরিবহন অধিদপ্তর হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত লাইটার জাহাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহে পণ্য পরিবহন নীতিমালা, ২০২৪"** নামে অভিহিত হইবে।

খ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। উদ্দেশ্য

ক) লাইটার জাহাজগুলোকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে লাইটার জাহাজ শিল্প এবং এর সহিত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে একটি সমন্বিত নীতিমালার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া লাইটার জাহাজ দ্বারা পণ্য পরিবহন সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সকল অংশীজনের স্বার্থ রক্ষা করা;

খ) সুষম ও স্বচ্ছ ক্ষেত্র প্রস্তুতপূর্বক জবাবদিহিমূলকভাবে লাইটার জাহাজ পরিচালনা করা;

গ) স্বল্পতম সময়ে লাইটার জাহাজ বরাদ্দের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলসীমায় আগত মাদার ভেসেল হইতে দ্রুত পণ্য খালাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা; এবং

ঘ) খাদ্য পণ্য, সিমেন্ট ক্লিংকার, সারসহ সকল আমদানি-রপ্তানি পণ্য যথাসময়ে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছানোর মাধ্যমে সুষম সরবরাহে সহায়তা করা।

৩। প্রয়োগ

এই নীতিমালা বাংলাদেশের সকল সমুদ্র বন্দর, সমুদ্র উপকূলীয় নদী বন্দর ও নদীর উভয় তীরে অবস্থিত সকল প্রকার জেটি, বহির্নোঙ্গরে আগত মাদার ভেসেল হইতে পণ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত লাইটার জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়—

(১) BWTCC অর্থ বাংলাদেশ বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ বা উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত বিধির আলোকে গঠিত নৌযান মালিক সংগঠন এবং নৌ শিল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়কারক Bangladesh Water Transport Co-ordination Cell (বাংলাদেশ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন সেল);

(২) 'ফ্যাক্টরি' ও 'গ্রুপ অব কোম্পানি' অর্থ তৈরিকৃত পণ্য (Finished Products) এবং/অথবা ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(৩) 'পণ্য' অর্থ দেশে উৎপাদিত সামগ্রী এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালসহ বন্দরসমূহ/বহির্নোঙ্গর দিয়ে আমদানি/রপ্তানীকৃত সকল প্রকার পণ্য;

(৪) 'লাইটার জাহাজ' অর্থ নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত জাহাজ অর্থাৎ নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত, সার্ভেকৃত ও উপকূল অতিক্রমের অনুমতি প্রাপ্ত মালবাহী অভ্যন্তরীণ নৌযান এবং নৌ বাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক নিবন্ধিত ও সার্ভেকৃত উপকূলীয় মালবাহী নৌযান;

৫) 'পণ্যের এজেন্ট' অর্থ পণ্যের আমদানিকারক/রপ্তানিকারক কর্তৃক নিয়োজিত ও BWTCC এর সহিত চুক্তিবদ্ধ এজেন্ট; এবং

(৬) 'স্থানীয় প্রতিনিধি' (লোকাল এজেন্ট) অর্থ মালিক কর্তৃক নিয়োগকৃত এবং BWTCC এর সহিত চুক্তিবদ্ধ লাইটার জাহাজের স্থানীয় এজেন্ট।

৫। BWTCC এর গঠন ও কার্যাবলি

৫.১। বাংলাদেশের জলসীমায় আগত জাহাজ/মাদার ভেসেল হইতে সুষ্ঠুভাবে পণ্য বোঝাই এবং খালাসের জন্য অথবা বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য সমুদ্র বন্দরে পৌঁছানোর জন্য লাইটার জাহাজ বরাদ্দের নিমিত্ত বাংলাদেশ বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ বা উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত বিধির আলোকে গঠিত নৌযান মালিক সংগঠন এবং নৌ শিল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে Bangladesh Water Transport Co-ordination Cell (BWTCC) নামক সমন্বয়কারক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৫.২। লাইটার জাহাজ বরাদ্দের নিমিত্ত এই সংগঠন লাইটার জাহাজ মালিক, আমদানি/রপ্তানিকারক, পণ্যের এজেন্ট ও লোকাল এজেন্টসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয়কারক হিসাবে কাজ করিবে।

৫.৩। BWTCC এর কার্যাবলি:

৫.৩.১ ক্রমতালিকা অনুযায়ী মাদার ভেসেল/জাহাজ হইতে মালামাল বোঝাই এবং গন্তব্যস্থলে অনুরূপভাবে খালাস নিশ্চিতকরণ;

৫.৩.২ BWTCC এর জনবল নিয়োগ, হিসাব নিরীক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম;

৫.৩.৩ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য অনুশাসনের আলোকে জাহাজের ভাড়া, ডেমারেজ ও ডেসপাস হার পুনঃনির্ধারণ/প্রতিস্থাপন;

৫.৩.৪ লাইটার জাহাজ বরাদ্দ, পরিচালনা কার্যক্রম ও দায়বদ্ধতা;

৫.৩.৫ আমদানি/রপ্তানিকারক কর্তৃক আমদানি/রপ্তানীকৃত পণ্যের ঘোষণা যাচাই;

৫.৩.৬ আমদানি/রপ্তানিকারক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, জাহাজ মালিক বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ; এবং

৫.৩.৭ লাইটার জাহাজের মাধ্যমে নির্বিঘ্ন ও সুশৃঙ্খলভাবে পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৬। তদারকি কমিটি গঠন

৬.১। BWTCC এর সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করিবার জন্য মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর/তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি এর সভাপতিত্বে একটি তদারকি কমিটি গঠন করা হইবে। এই কমিটিতে নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌ বাণিজ্য দপ্তর, সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউজ এবং লাইটার জাহাজ মালিক সংগঠনের প্রতিনিধিগণ অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

তদারকি কমিটির গঠন নিম্নরূপঃ

১।	মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর/তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	সভাপতি
২।	প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ বাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম অথবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশন এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	কোস্টাল শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	সদস্য
৫।	ইনল্যান্ড ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশন অব চট্টগ্রাম/ খুলনা বিভাগীয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মালিক গ্রুপ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	সদস্য
৬।	বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	সদস্য
৭।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ/মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ/পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	সদস্য
৮।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	সদস্য
৯।	সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউজ এর প্রতিনিধি	সদস্য
১০।	প্রধান প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

৬.২। তদারকি কমিটির কার্যাবলি:

৬.২.১ লাইটার জাহাজ বরাদ্দ ও পরিচালনা কার্যক্রম তদারকি নিশ্চিতকরণ;

৬.২.২ BWTCC এর জনবল নিয়োগ, হিসাব নিরীক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকি নিশ্চিতকরণ;

৬.২.৩ আমদানি/রপ্তানিকারক কর্তৃক আমদানি/রপ্তানীকৃত পণ্যের ঘোষণা যাচাই তদারকি নিশ্চিতকরণ;

৬.২.৪ BWTCC এর আওতাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;

৬.২.৫ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

৬.২.৬ তদারকি কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

৬.৩। BWTCC এর দৈনন্দিন কার্যক্রম তদারকির জন্য মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। বর্ণিত উপ-কমিটি BWTCC এর দৈনন্দিন কার্যক্রম তদারকি করিবে এবং সময়ে সময়ে তা মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে অবহিত করিবে। তদারকি কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাসে একবার সভার আয়োজন করিবে।

৭। BWTCC এর আওতায় লাইটার জাহাজ পরিচালনার শর্তাবলি

৭.১। BWTCC কর্তৃক বরাদ্দ/ছাড়পত্র ব্যতীত কোনো লাইটার জাহাজ বাংলাদেশের কোনো সমুদ্র বন্দর, সমুদ্র উপকূলীয় নদী বন্দর ও নদীর উভয় পাড়ে অবস্থিত সকল প্রকার জেটি, সমুদ্রে নোঙ্গারে আগত মাদার ভেসেল হইতে পণ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত থাকিতে পারিবে না। ব্যত্যয়ে মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর উক্ত লাইটার জাহাজের সার্ভে, উপকূল অতিক্রমের অনুমতিপত্র বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল 'ফ্যাক্টরি' ও 'গ্রুপ অব কোম্পানি' এর নিজস্ব লাইটার জাহাজ রহিয়াছে, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের অব্যাহতি পত্র সাপেক্ষে তাহাদের নিজস্ব পণ্য কেবল মাত্র নিজস্ব জাহাজে পরিবহন করিতে পারিবে। যদি 'ফ্যাক্টরি' ও 'গ্রুপ অব কোম্পানি' এর পণ্য পরিবহনের জন্য অতিরিক্ত লাইটার জাহাজের প্রয়োজন হয়, তবে BWTCC এর মাধ্যমে বরাদ্দ গ্রহণ করিতে হইবে।

৭.২। 'ফ্যাক্টরি' ও 'গ্রুপ অব কোম্পানি' এর মালিকগণ কোনো অবস্থাতেই নিজ মালিকানার বাহিরে জাহাজ ভাড়া করিতে অথবা অন্য কোনো পন্থায় জাহাজ সংগ্রহ করিয়া নিজস্ব বহর বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। 'ফ্যাক্টরি' ও 'গ্রুপ অব কোম্পানি' এর কোনো জাহাজ ব্যক্তির নামে পরিচালিত হইবে না, কোম্পানির নামে নামকরণ করিয়া জাহাজ পরিচালনা করিতে হইবে।

৭.৩। সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ শুধুমাত্র BWTCC কর্তৃক বরাদ্দ/ছাড়পত্র প্রাপ্ত লাইটার জাহাজসমূহকে ক্রমতালিকা অনুযায়ী মালামাল/পণ্য বোঝাই/খালাসের অনুমতি প্রদান করিবে। সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন ব্যতীত বন্দর সীমানায় লাইটার জাহাজ কর্তৃক কোনো পণ্য বোঝাই/খালাস করা যাইবে না।

৭.৪। BWTCC জাহাজ বরাদ্দের উদ্দেশ্যে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে। ছাড়পত্র চার্জ হতে আদায়কৃত অর্থ দ্বারা BWTCC এর কার্যক্রম পরিচালনার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা হইবে। এ সংক্রান্ত তহবিল বাৎসরিক ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য নিরীক্ষা ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।

৭.৫। আমদানি/রপ্তানি পণ্য খালাস/বোঝাই এর নিমিত্ত BWTCC একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ প্রাত্যহিক তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং প্রয়োজনে তা তদারকি কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে। BWTCC জাহাজ বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে ক্রমতালিকা বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করিবে। এ বিষয়ে BWTCC নিজ উদ্যোগে সেবার মান উন্নয়নে ডিজিটাল পদ্ধতি/অটোমেশন সার্ভিস প্রস্তুত করতঃ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করিবে।

৭.৬। কোনো লাইটার জাহাজকে ফ্লোটিং স্টোরেজ বা গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা যাইবে না।

৭.৭। লাইটার কাজে বরাদ্দযোগ্য জাহাজসমূহকে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ঘাটে অবস্থিত BWTCC এর বুথ অফিসের মাধ্যমে ক্রমতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া পণ্য পরিবহন করিতে হইবে।

৭.৮। সকল লাইটার জাহাজ সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ঘাটে পৌঁছানোর পর আবশ্যিকভাবে ড্রাফট সার্ভে করতঃ পণ্যের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে এবং প্রতি লাইটার জাহাজে মোট পণ্যের হিসাব প্রয়োজনে তদারকি কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৭.৯। বন্দরের জেটি, উপকূলীয় সাগর ও কুতুবদিয়া হইতে পরিবাহিত ক্লিংকার ও ভারী পণ্যসহ যে সকল পণ্য ওজনবিহীনভাবে খালাস হয় তাহা আমদানিকারক ও জাহাজ মালিকের নিযুক্ত সার্ভেয়ারগণের মধ্যকার যৌথ সার্ভের মাধ্যমে টনেজ (পরিমাণ) নির্ধারণ করিতে হইবে। স্কেল ওজনের পণ্যের ক্ষেত্রে খালাসপ্রান্তে ওজন পরিমাপ করিয়া আমদানিকারকের নিয়োজিত প্রতিনিধি কর্তৃক পণ্যের পরিমাণ চালান/বোট নোটে উল্লেখ করিতে হইবে।

৭.১০। ফ্যাক্টরি/গ্রুপ অব কোম্পানি/আমদানিকারক/রপ্তানিকারকগণের পক্ষ হইতে লাইটার জাহাজ বরাদ্দের চাহিদা পত্র প্রাপ্তির পর BWTCC দৈনন্দিন বার্থিং সভা আয়োজনের মাধ্যমে ক্রমতালিকা অনুযায়ী লাইটার জাহাজ বরাদ্দ প্রদান করিবে।

৭.১১। ফ্যাক্টরি/গ্রুপ অব কোম্পানি/আমদানিকারক/রপ্তানিকারকগণের বা তাহাদের পক্ষ হইতে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত সকল লাইটার জাহাজের পরিবহন ভাড়া চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী প্রদান করিতে হইবে।

৭.১২। কোনো মাদার ভেসেলের বিপরীতে বরাদ্দকৃত সর্বশেষ লাইটার জাহাজ খালি হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ঐ মাদার ভেসেলের বিপরীতে বরাদ্দকৃত সকল লাইটার জাহাজের ডেমারেজ/ডেসপাস সংক্রান্ত হিসাব চুক্তিপত্র অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে এতৎসংক্রান্ত সকল লেনদেন সম্পন্ন করিতে হইবে।

৭.১৩। জ্বালানী তেলের মূল্য, নাবিকগণের বেতন ভাতা ও জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বৃদ্ধি বা হ্রাসের কারণে লাইটার জাহাজের সামগ্রিক পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, তদারকি কমিটি বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত ব্যয় বিদ্যমান পরিবহন ভাড়ার সহিত সমন্বয় করিবার নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে।

৭.১৪। BWTCC লাইটার জাহাজ বরাদ্দ, জাহাজে পণ্য বোঝাই, পণ্যের খালাস, পণ্যের ঘাটতি, পরিবহন ভাড়া আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিরোধগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবে।

৭.১৫। BWTCC, ফ্যাক্টরি ও গ্রুপ অব কোম্পানির মালিকগণ তাহাদের লাইটার জাহাজের তালিকা, যোগাযোগের ঠিকানা, টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করিবে।

৭.১৬। লে-টাইম/ফ্রি টাইম গণনা

৭.১৬.১ লোডিং পোর্টে ছাড়পত্র ইস্যুর পরবর্তী দিবসের সূচনা (০০০০ ঘণ্টা) হইতে লে-টাইম/ফ্রি টাইম গণনা আরম্ভ হইবে এবং জাহাজ লোড হওয়া পর্যন্ত সময়কাল অথবা ড্রাফট সার্ভে ও সিলগালা ইত্যাদি শেষ হওয়া পর্যন্ত সময় গণনা চলিবে;

৭.১৬.২ পেসেজ টাইম বলিতে জাহাজ লোড অথবা ড্রাফট সার্ভে শেষ হওয়ার সময় হইতে পরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রথম নোঙ্গর করা বা জেটিতে ভিড়িবার মধ্যবর্তী সময়কে বুঝাইবে। পেসেজ টাইম ফ্রি টাইম হিসেবে গণ্য হইবে।

৭.১৭। অনুমোদিত (Allowable) ফ্রি টাইম BWTCC এবং পণ্যের এজেন্টের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

৭.১৮। লাইটার জাহাজে পরিবাহিত আমদানি/রপ্তানীকৃত পণ্যের পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমদানিকারক/ রপ্তানিকারকের এবং BWTCC বা নৌযান মালিকের নিয়োগকৃত ইনডিপেনডেন্ট শিপ সার্ভেয়ারগণের পরিমাপকে গ্রহণ করা হইবে। পণ্যের পরিমাণ নির্ণয়ে কোনো অসামঞ্জস্যতার দাবি উঠিলে প্রথমে BWTCC তাহা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। ইহাতে সুরাহা না হইলে তদারকি কমিটি তাহা সমাধান করিবে।

৭.১৯। ক্রমতালিকায় অন্তর্ভুক্ত লাইটার জাহাজসমূহ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক জাহাজ মালিক স্ব স্ব জাহাজের বিপরীতে একজন স্থানীয় প্রতিনিধি (লোকাল এজেন্ট) নিয়োগ প্রদান করিবেন যাহা জাহাজ মালিক তাহার স্বাক্ষরযুক্ত নিজ প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্যাডে লিখিত আকারে BWTCC কে অবহিত করিবেন। নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধি উক্ত জাহাজ মালিকের পক্ষে আর্থিক বিষয়সহ জাহাজ সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবেন।

৮। নীতিমালা স্থগিতকরণ

দেশের জরুরি প্রয়োজনে জনগণের মৌলিক নাগরিক অধিকার ও ভোগ্যপণ্য চলাচল নিশ্চিতকল্পে সরকার এই নীতিমালা সাময়িক স্থগিত করিয়া যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দেলোয়ারা বেগম
সচিব (রুটিন দায়িত্বে)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৭ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭৮.২৪.৪০৭**—The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঢাকা জোনের ১৭টি মৌজা ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হলো :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	এরিয়া (একর)	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	ভোলানাথ পুর	৮১	৪৮৩.৪৬	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
০২	ইউসুফগঞ্জ	৮২	৭৬.৭৮	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
০৩	পশি	৮৩	৭৬২.৩৩	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
০৪	মাইজগাঁও	৮৪	১৪৮.৮৭	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
০৫	হারারবাড়ি	৮৫	৫৬.২৭	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
০৬	কামতা	৮৬	১৪৭৬.০৬	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
০৭	হীরনাল	৮৭	৩৮৭.১৭	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
০৮	ব্রাক্ষ্মন খালী	৯৩	২৬২.৮২	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
০৯	রঘুরামপুর	৯৪	৩৯৯.৮৭	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
১০	সোলপিনা	৯৫	১৪৩.২৬	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
১১	গুতিয়াব	৯৬	১৪৪৯.৯৭	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
১২	পিতলগঞ্জ	৯৮	৬৬৫.৭৩	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
১৩	বাঘবের	১০৪	৫৬৪.৩১	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
১৪	টেক নোয়াদ্দা	১০৬	১৪৭.৯৫	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
১৫	কেন্দুয়া	১৩৭	৬৮.৫৮	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
১৬	পাড়াবার্থা	৮০	৭৯৯.৮২	কালিগঞ্জ	গাজীপুর
১৭	বড়কাউ	৮১	১০৪৯.৪৮	কালিগঞ্জ	গাজীপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
উপসচিব।